

ফাতিমা (আ.)-এর ঘরে আগ্নিসংযোগ

শিয়াদের নির্ভরযোগ্য হাদিসে
কি এর প্রমাণ আছে?

একটি
হাদিসভিত্তিক
অনুসন্ধান ও
বর্ণনাসমূহের
পর্যালোচনা

লেখকঃ

এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

ফাতিমা (আ.)-এর ঘরে অগ্নিসংযোগ

শিয়াদের নির্ভরযোগ্য হাদিসে কি এর প্রমাণ আছে?

একটি হাদিসভিত্তিক অনুসন্ধান ও বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা

লেখক:

এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

প্রকাশক:

মাক্তাব এ সাকলাইন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহু সল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলি মুহাম্মদ

আল্লাহু আজিল লে ওয়ালিয়িকাল ফারাজ

আমাদের সুন্নি ভাইদের একটি সাধারণ দাবি হলো—হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর ঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি নাকি কেবল শিয়াদের "কিতাব সুলাইম ইবনে কায়স" গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। অথচ এই দাবিটি মোটেও সঠিক নয়; কারণ শিয়াদের অন্যান্য অসংখ্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেই এই মর্মে একাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। আর "কিতাব সুলাইম"-এর কথা বলতে গেলে, এটি শিয়া হাদিস শাস্ত্রের সবচেয়ে প্রাচীন ও ভিত্তিপ্রস্তরতুল্য গ্রন্থগুলোর একটি, যা ঐতিহাসিক 'উসূলে আরবাআ মিয়াহ' (চারশত মৌলিক হাদিসগ্রন্থ)-এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত।

আমাদের সুন্নি ভাইদের একটি প্রধান অভিযোগ হলো—হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর ঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি শিয়া ঐতিহ্যে কেবল আবান ইবনে আবী আইয়াশ সূত্রে সুলাইম ইবনে কায়স থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এই "কিতাব সুলাইম" বইটি নাকি বানোয়াট। তবে এই দাবিটি মোটেও সত্য নয়; কারণ শিয়াদের অন্যান্য অসংখ্য নির্ভরযোগ্য ও প্রাচীন গ্রন্থেই এই ঘটনার বিবরণ স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। আর কিতাব সুলাইমের বিষয় বলতে গেলে, এটি শিয়া হাদিস শাস্ত্রের অন্যতম প্রাচীনতম ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ—যা স্বয়ং ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) কর্তৃক সত্যায়িত এবং ঐতিহাসিক 'উসূলে আরবাআ মিয়াহ' (চারশত মৌলিক হাদিসগ্রন্থ)-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য।

তবে আজ আমরা শিয়াদের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে সৈয়দা ফাতিমা (সা.আ.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত দলিল উপস্থাপন করবো, যা সুন্নি ভাইদের এই দাবিকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন ও বাতিল প্রমাণ করবে।

❶ প্রথম দলিল : 'আল-কাফী' গ্রন্থে শায়খ কুলাইনী (রহ.) বর্ণনা করেন:

📖 মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, আল-উমরকী ইবনে আলী থেকে, তিনি তাঁর ভাই আলী ইবনে জাফর থেকে, তিনি আবুল হাসান (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই ফাতিমা (আলাইহাস সালাম) পরম সত্যবাদী (সিদ্দিকাহ) এবং শহীদ (শাহীদাহ)। আর নবীদের কন্যাদের হায়েজ (ঋতুস্রাব) হয় না।

 ইমাম কাজিম (আ.) বলেন: সৈয়দা জাহরা (আ.) অত্যন্ত সত্যবাদী (সিদ্দিকাহ) এবং আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারী (শাহীদাহ) ছিলেন, এবং নবীগণের (আ.) কন্যারা হয়েছে (ঋতুস্রাব) দ্বারা আক্রান্ত হন না।

 আল-কাফী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫৮, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়াহ সংস্করণ, ইরান।

✓ এই বর্ণনাটিকে আল্লামা মজলিসী (রহ.) সহীহ (সঠিক) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

 মীরআতুল উকুল, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১৫।

✓ আল্লামা জাওয়াদ তাবরীজী (রহ.) এই বর্ণনার সনদকে নির্ভরযোগ্য (মু'তাবার) গণ্য করেছেন।

 সিরাতুল নাজাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৪১।

 সুপ্রিয় পাঠক, উপরে উল্লেখিত নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে সৈয়দা ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেননি, বরং শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে—যদি তাঁর পবিত্র গৃহে হামলা ও জুলুমের ঘটনা না-ই ঘটে থাকে, তবে তাঁর এই শাহাদাত কীভাবে সংঘটিত হলো?

② দ্বিতীয় দলিল: সৈয়দ ইবনে তাউস (রহ.) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার সনদ নিম্নরূপ:

 আমরা আমাদের সনদে সায়াদ ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে 'ফাদলুদ দুআ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে বাজি থেকে, তিনি ইমাম রেজা (আলাইহিস সালাম) থেকে; এবং বুকাইর ইবনে সালেহ সূত্রে সুলাইমান ইবনে জাফর থেকে, তিনি ইমাম রেজা (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।

 এই বর্ণনার সনদ সম্পূর্ণ সহীহ (সঠিক)। সৈয়দ ইবনে তাউসের সনদ সায়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আশআরীর কিতাব 'ফাদলুদ দুআ' পর্যন্ত সহীহ, এবং সায়াদ আল-আশআরী থেকে শুরু করে ইমাম রেজা (আ.) পর্যন্ত সনদটিও অত্যন্ত নির্মল ও সহীহ।

এই বর্ণনায় একটি বাক্য রয়েছে, যখন ইমাম রেজা (আ.) সিজদা-ই-শুকরে বলেন:

 হে আল্লাহ! সেই দুজনের ওপর লানত করো—যারা তোমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তোমার নিয়ামতকে বিকৃত করেছে, তোমার রাসূলের (সা.) ওপর তোহমত বা অপবাদ দিয়েছে, তোমার মিল্লাতের বিরোধিতা করেছে, তোমার পথ থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমার নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তোমার কলামকে তোমার ওপরই প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমার রাসূলের (সা.) সাথে উপহাসমূলক আচরণ করেছে এবং তোমার নবীর সন্তান মহসিনকে শহীদ হত্যা করেছে।

 মুহাজ্জুদ দাওয়াত, পৃষ্ঠা ৩০৭।

পাঠক লক্ষ্য করুন এখানে হযরত মহসিন (আ.) শহীদের হত্যাকাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবু বকর ও উমর যদি সৈয়দা জাহরা (আ.)-এর ওপর হামলা না-ই করে থাকেন, তবে তিনি কীভাবে নিহত হতে পারেন? কারণ তাঁর গর্ভপাত ঘটানো হয়েছিল।

③ তৃতীয় দলিল: 'দাল্লায়িলুল ইমামাহ' গ্রন্থে তাবারী (রহ.) ইমাম সাদিক (আ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন:

 সৈয়দা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতের কারণ ছিল যে, উমরের মুক্তিকৃত দাস কুনফুজ উমরের আদেশে তলোয়ারের খাপ দিয়ে সৈয়দা যাহরা (সা.আ.)-কে আঘাত করেছিল। এর ফলে মহসিন (আ.) গর্ভপাতিত হন এবং সৈয়দা যাহরা (সা.আ.) মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

 দাল্লায়িলুল ইমামাহ, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫, দারুল বাআস প্রেস সংস্করণ, কোম।

✓ আল্লামা জাওয়াদ তাবরীজী (রহ.) এই বর্ণনার সনদকে নির্ভরযোগ্য (মু'তাবার) গণ্য করেছেন।

 সিরাতুল নাজাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৪১।

✓ শায়খ আব্বাস কুস্মী (রহ.) এই বর্ণনার সনদকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

 বাইতুল আহজান, পৃষ্ঠা ১৮৯, দার জয়নাব আল-কুবরা সংস্করণ।

✓ আয়াতুল্লাহ জাফর মূর্তজা আমেলী (রহ.) এই বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন:

 মাসাতুয জাহরা (আলাইহাস সালাম), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬।

④ চতুর্থ দলিল: শায়খ কারাজাকী (রহ.) বর্ণনা করেন, যার সনদ নিম্নরূপ:

 আমাদেরকে শায়খ আল-ফকিহ আবুল হাসান ইবনে শাজান (রহ.) যে বর্ণনা শুনিয়েছেন, তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আস-সাফফার মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ বর্ণনা করেছেন মুফাদদ্বাল ইবনে উমর সূত্রে, তিনি ইউনুস ইবনে ইয়াকুব (রাযি.) থেকে, তিনি বলেন: আমি সাদিক জাফর ইবনে মুহাম্মদ (আলাইহিমাস সালাম)-কে বলতে শুনেছি... এবং এর মূল বক্তব্য অংশটি নিম্নরূপ:

📖 হে ইউনুস! আমার দাদা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: অভিশপ্ত, অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি যে আমার পরে আমার কন্যা ফাতিমার ওপর জুলুম করবে, তাঁর অধিকার খর্ব করবে এবং তাঁকে হত্যা করবে।

📖 কানযুল ফুওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০, দারুল আদওয়া সংস্করণ, বৈরুত।

✓ এই বর্ণনার সনদটিও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

5 পঞ্চম দলিল: শায়খ ইবনে কওলাওয়াই (রহ.) 'কামিলুয় যিয়ারাত' গ্রন্থে এই সনদে বর্ণনা করেন:

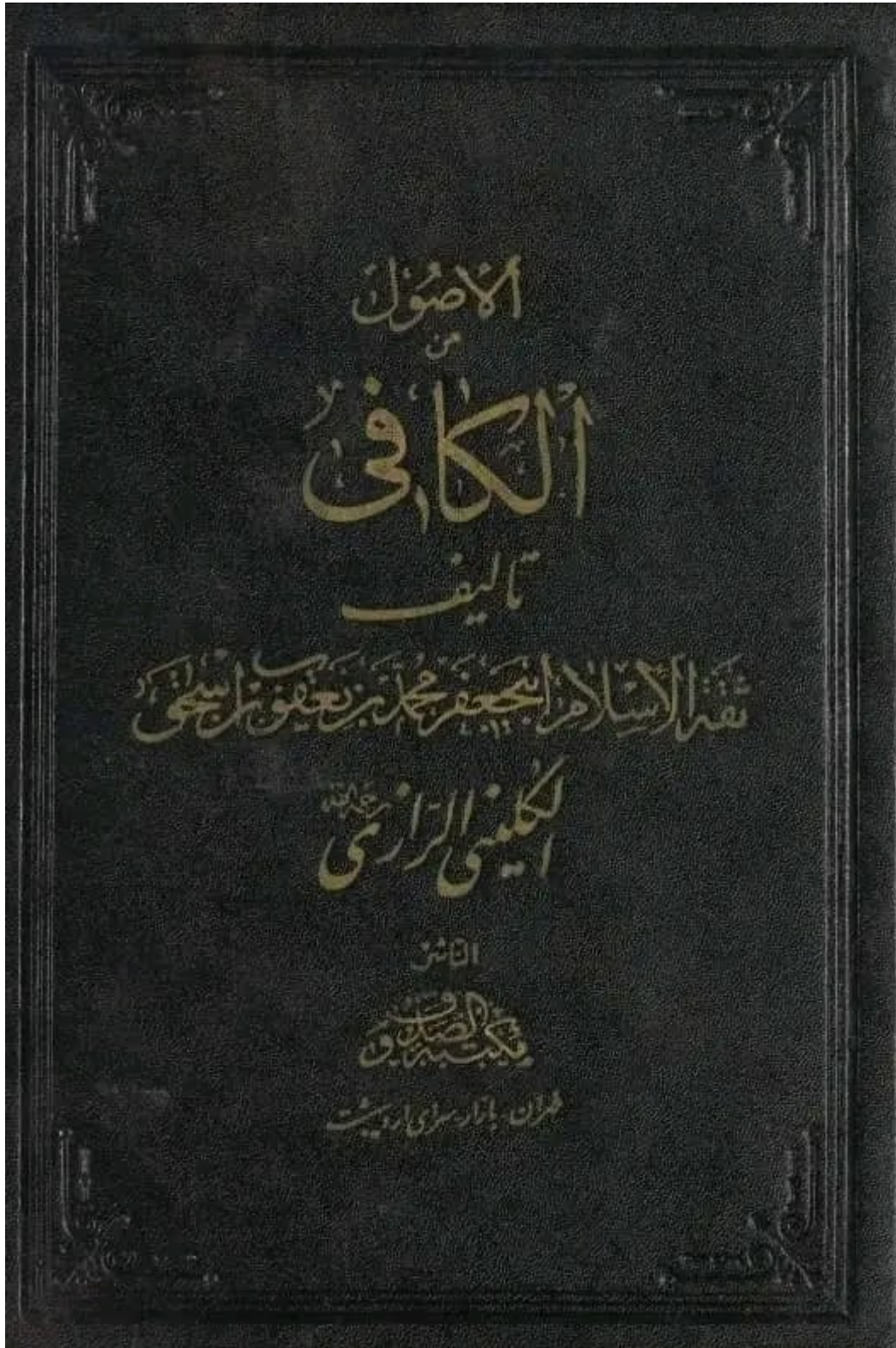
📖 আমার নিকট মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আল-হিমইয়ারী বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে, তিনি আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালেম থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে খালিদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ আল-বাসরী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল-আসআম থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে উসমান থেকে, তিনি ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত যে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মেরাজের রাতে বলেন: হাদীসটি অনেক বড় এখানে আলোচ্য মূল বিষয়টি তুলে ধরা হলো :

📖 আর আপনার কন্যা (ফাতিমা)—তাঁর ওপর জুলুম করা হবে, তাঁকে বঞ্চিত করা হবে, আপনি তাঁর জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এবং গর্ভবতী অবস্থায় তাঁকে প্রহার করা হবে। তাঁর ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর গৃহে কোনো অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করা হবে। অতঃপর তিনি লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হবেন এবং কোনো সহায় পাবেন না। প্রহারের চোটে তাঁর গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেই আঘাতের ফলেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

📖 কামিলুয় যিয়ারাত, পৃষ্ঠা ৫৪৭-৫৪৮, অধ্যায় ১০৮, হাদিস নং ১২।

সুপ্রিয় পাঠক, উপরে উল্লেখিত পাঁচটি বর্ণনা এমন, যেগুলোর সনদে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আবান কিংবা সুলাইম ইবনে কায়সের কোনো উল্লেখই নেই। এছাড়া শিয়া হাদিসগ্রন্থে আরও বহু বর্ণনা রয়েছে, যেখানে সৈয়দা ফাতিমা (সা.আ.)-এর ওপর আসন্ন জুলুমের পূর্বাভাস কিংবা সংঘটিত ঘটনার সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান। এসব বর্ণনার একাধিক সনদ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সুনিশ্চিতভাবে নির্ভরযোগ্য। অতএব, এতোসব সহীহ ও মু'তাবার দলিল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সুন্নি পক্ষ থেকে এসব রেওয়ায়েতকে ঢালাওভাবে 'বানোয়াট দাবি করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।

আলোচ্য সূত্রের হাদিসের রেফারেন্সগুলো নিচে দেয়া হল হলো



١١- سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سمعه يقول : لما قبض أمير المؤمنين عليه السلام أخرجه الحسن والحسين ورجلان آخران حتى إذا خرجوا من الكوفة تركوها عن أيمنهم^(١) ثم أخذوا في الجبانة^(٢) حتى مروا به إلى الغري فدفنوه وسوّوا قبره فانصرفوا .

﴿ باب ﴾

﴿ مولد الزهراء فاطمة عليها السلام ﴾

ولدت فاطمة عليها وعلى بعليها السلام بعد مبعث رسول الله ﷺ بخمس سنين وتوفيت ﷺ ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً وبقيت بعد أبيها عليه السلام خمسة وسبعين يوماً .

١- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رثاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله ﷺ خمسة وسبعين يوماً وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان يأتيها جبرئيل فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك .

٢- محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إن فاطمة عليها السلام صدقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمئن .

٣- أحمد بن مهران رحمه الله دفعه وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار الشيباني قال : حدثني القاسم بن محمد الرازي قال : حدثنا علي بن محمد الهرمزي^(٣) ، عن أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام قال : لما قبضت فاطمة عليها السلام دفنها أمير المؤمنين سرّاً وعفا على موضع قبرها ، ثم قام فحوّل وجهه إلى قبر رسول الله ﷺ فقال : السلام عليك

(١) في بعض النسخ [يمينهم] .

(٢) الجبان والجبانة مشددتين المقبرة .

(٣) في بعض النسخ [الهرمزي] .

مِرَاةُ الْعُقُولِ

فَسْخُوحُ أَخْبَارِ آلِ الرَّسُولِ

تَأليفُ

الْعَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْمُؤَلِّفِ الْمُجْتَمِعِ الْقَرِيبِ الْمَجْلِسِ
تَسْلِيمًا

شَيْخِ كَلَامِ الْإِسْلَامِ الْمُؤَلِّفِ الْمُجْتَمِعِ الْقَرِيبِ الْمَجْلِسِ

الجزء الخامس

٢ - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عن أخيه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إن فاطمة عليها السلام صدقة شهيدة .

الحديث الثاني صحيح .

و الصدقة فعيلة للمبالغة في الصدق والتصديق ، اى كانت كثيرة التصديق لما جاء به أبوها عليه السلام ، وكانت صادقة في جميع أقوالها مصدقة أقوالها بأفعالها ، وهي معنى العصمة ، ولا يريب في عصمتها صلوات الله عليها لدخولها في الذين نزلت فيهم آية التطهير بإجماع الخاصة والعامة والروايات المتواترة من الجانبين ، وأما دلالة الآية على العصمة فلأن المراد بالارادة في الآية إما الارادة المستتبعة للفعل أعني إذهاب الرجس حتى يكون الكلام في قوة أن يقال : إنما أذهب الله عنكم الرجس أو الارادة المحضة حتى يكون المراد أمركم الله يا أهل البيت باجتنب المعاصي ، فعلى الأول ثبت المدعى وأما الثاني فباطل من وجوه :

الأول : أن كلمة إنما تدل على التخصيص والارادة المذكورة نعم سائر المكلفين حتى الكفار لا شراك الجميع في التكليف وقد قال سبحانه : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » ^(١) فلا وجه للتخصيص بهم عليهم السلام .

الثاني : أن المقام يقتضى المدح والتشريف لمن نزلت الآية فيه ، حيث جللهم بالكساء ، ولم يدخل فيه غيرهم ، وخصصهم بدعائه فقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي ، وكذا التأكيد في الآية حيث أعاد التطهير بعد ذكر إذهاب الرجس ، والمصدر بعد الفعل منوناً بقتوين التعظيم .

وقد أنصف الفخر الرازي في تفسيره حيث قال : في قوله تعالى : « ليذهب عنكم الرجس » « ويظهركم » لطيفة هي أن الرجس قد يزول عيناً ولا يظهر المحل فقوله : ليذهب عنكم الرجس أى يزول عنكم الذنوب « ويظهركم » أى يلبسكم الكرامة انتهى .

(١) سورة الذاريات : ٥٦ .

صراط النجاة

في أجوبة الاستفتاءات

المجلد الثالث

الصوم، الزكاة، الخمس،
الامر المعروف والنهي عن المنكر
والجهاد

فتاوى

سماعة المرجع الديني الراحل

آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي



من نفس الباب) بسند معتبر عن الكاظم عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، وهو ظاهر في مظلوميتها وشهادتها، ويؤيده أيضاً ما في البحار (ج ٤٣ باب ٧ رقم ١١) عن دلائل الامامة للطبري بسند معتبر عن الصادق عليه السلام: «... وكان سبب وفاتها أن قنفذاً مولى الرجل لكرها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسناً».

س ١٢٦٥: ما هو المراد بمصحف فاطمة عليها السلام؟

: المراد بمصحف فاطمة عليها السلام ما ورد في الروايات المعتبرة في الكافي « أن ملكاً من الملائكة كان ينزل على الزهراء عليها السلام بعد وفاة أبيها، ويسألها ويحدثها بما يكون من الأمور، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك الحديث فسمي ما كتب مصحف فاطمة عليها السلام، فهو ليس قرآناً كما توهم، ولا كتاباً مشتملاً على الأحكام، فإن هذا التوهم مخالف للنصوص. ولا غرابة في حديث الملائكة مع الزهراء عليها السلام فقد ذكر القرآن أن الملائكة حدثت مريم ابنة عمران ﴿واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفىك وطهرتك﴾ ومن المعلوم أفضلية الزهراء علي مريم ابنة عمران، كما ورد في النصوص المعتبرة، من أن مريم سيدة نساء عالمها، وأن فاطمة سيدة نساء العالمين.

س ١٢٦٦: هل أن بكاء الزهراء عليها السلام ليلاً ونهاراً (كما ورد في بعض الروايات) وكذلك بكاء الامام زين العابدين عليه السلام أمر ثابت أم لا؟
: ليس المراد ببكاء الزهراء عليها السلام ليلاً ونهاراً استيعاب البكاء لتعام أوقاتها الشريفة، بل هو كناية عن عدم اختصاصه بوقت دون آخر.

مَنْحِ الدَّعَوَاتِ
و
مَنْحِ الْعِبَلَاتِ

كَتَبَتْ

السَّالِمَةُ الْعَاوِلُ الْعَايِدَةُ الرَّاهِدَةُ رَضِيَ عَنْهَا
عَلِيٌّ بْنُ مُوَيْسٍ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلَّوُوسٍ
الْحَسَنِيِّ الْحَصَنِيِّ الْمُتَوَفَّى ٦٦٤ هـ

مَنْشُورَات
مَوْسَسَّةُ الْأَعْلَى لِلطَّبْعَاتِ
بِكَلْبُوت - لَهْستان

ابن طَلَّوُوسٍ

مَنْحِ الدَّعَوَاتِ
و
مَنْحِ الْعِبَلَاتِ

مَوْسَسَّةُ
الْأَعْلَى
لِلطَّبْعَاتِ

ادعية الإمام الرضا (ع)

الْعَرَبِيَّ الْهَاشِمِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ حَتَّى يَرْضَى
اللَّهُ .

ونزل رسول الله ﷺ وقد الحوا في الدعاء فصبر هنيئة ثم رقي المنبر فقال من أحب أن يعلو ثنائه على ثناء المجاهدين فليقل هذا القول في كل يوم وإن كانت له حاجة قضيت أو عدو كبت أو دين قضي أو كرب كشف وخرق كلامه السماوات حتى يكتب في اللوح المحفوظ .

وَمِنْ ذَلِكَ دَعَاءٍ آخَرَ لِمَوْلَانَا الرُّضَا (ع)

في سجدة الشكر رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتاب فضل الدعاء وقال أبو جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا وبكير بن صالح عن سليمان بن جعفر عن الرضا قال دخلنا عليه وهو ساجد في سجدة الشكر فأطال في سجوده ثم رفع رأسه فقلنا له أطلت السجود فقال من دعا في سجدة الشكر بهذا الدعاء كان كالرامي مع رسول الله ﷺ يوم بدر قال قلنا فنكتبه قال أكتبنا إذا أنتمما سجدتما سجدة الشكر . فتقولوا :

اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّلَا دِينَكَ وَغَيَّرَا نِعْمَتَكَ وَأَتَاهُمَا رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَالَفَا مِلَّتَكَ وَصَدَّاهُ عَنْ سَبِيلِكَ وَكَفَرُوا بِآلَاكَ وَرَدَّاهُ عَلَيْكَ كَلَامَكَ وَاسْتَهْزَءُوا بِرَسُولِكَ وَقَتَلُوا ابْنَ نَبِيِّكَ وَحَرَّفُوا كِتَابَكَ وَجَحَدُوا آيَاتَكَ وَسَجَرُوا بِآيَاتِكَ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ عِبَادَتِكَ وَقَتَلُوا أَوْلِيَاءَكَ وَجَلَسُوا فِي مَجْلِسٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بِحَقٍّ وَحَمَلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَابِ آلِ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا لَعْنًا يَتْلُو بَعْضُهُ بَعْضًا وَاحْشُرْهُمَا وَأَتْبَاعَهُمَا إِلَى جَهَنَّمَ زُرْقًا ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِاللَّعْنَةِ لَهُمَا وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتْلَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَتْلَةَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ زِدْهُمَا عَذَابًا فَوْقَ عَذَابٍ وَهَوَانًا فَوْقَ هَوَانٍ وَذُلًّا فَوْقَ ذُلٍّ وَخِزْيًا فَوْقَ خِزْيٍ .

ذات السلاسل المأمنة

للحديث الشيخ

أبي جعفر محمد بن جبر بن رستم الطبري الضعيف

من أعلام القرن الخامس الهجري



تجهيز

مؤسسة الأبحاث الإسلامية
مؤسسة الفكرة

ويُروى^(١) غير ذلك وهو خبر صعب شديد.

خبر وفاتها ودفنها وما جرى لأمر المؤمنين (صلوات الله عليه) مع القوم

٤٣/٤٣ - حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَعُكْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي^(٢) أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هُثَامٍ بْنُ سَهِيلٍ (رضي الله عنه)، قَالَ: رَوَى أَحَدُ ابْنِ مُحَمَّدَ بْنِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ الْقُمِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ^(٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ ابْنِ مُسْكَانٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)، قَالَ:

وُلِدَتْ فَاطِمَةُ (عليها السلام) فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ، يَوْمَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ، سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنْ مَوْلِدِ^(٤) النَّبِيِّ (صلَّى الله عليه وآله). وَأَقَامَتْ بِمَكَّةَ ثَمَانِ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ، وَبَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا خَمْسَةَ وَسَبْعِينَ يَوْمًا.

وَقَبِضَتْ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لثَلَاثَ خُلُوفٍ مِنْهُ، سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةٍ مِنَ الْهَجْرَةِ.

وَكَانَ سَبَبُ وَفَاتِهَا أَنْ قَنَقَذَ مَوْلَى عَمْرِو لِكَرْهَا بِنَعْلِ السَّيْفِ^(٥) بِأَمْرِهِ، فَاسْقَطَتْ مَحْسَنًا وَمَرَضَتْ مِنْ ذَلِكَ مَرَضًا شَدِيدًا، وَلَمْ تَدْعَ أَحَدًا مِمَّنْ آذَاهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

وَكَانَ الرَّجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (صلَّى الله عليه وآله) سَأَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَشْفَعَ لَهَا إِلَيْهَا^(٦)، فَسَأَلَهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، فَأَجَابَتْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَا لَهَا: كَيْفَ أَنْتِ يَا

(١) في «ط»: وروي في وفاتها.

(٢) في «م»: حدثنا.

(٣) راجع تعليقنا على الحديث (١٨).

(٤) في «ع، م»: ولد.

(٥) نَعْلُ السَّيْفِ: مَا يَكُونُ فِي اسْفَلِ غِمْدِ السَّيْفِ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ فِضَّةٍ وَنَحْوِهَا «الصحاح» - نعل - ٥: ١٨٣٢.

(٦) شَفَعَ لَهُ إِلَى فُلَانٍ: طَلَبَ أَنْ يَخْدُمَهُ وَيَسْمَى لَهُ «أَقْرَبُ الْمَوَارِدِ» - شفع - ١: ٥٩٩.

بنت رسول الله؟

قالت: بخير بحمد الله.

ثم قالت لهما: ما سمعتا النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: «فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله»؟ قالوا: بلى.
قالت: فوالله، لقد آذيتاني.

قال: فخرجنا من عندها وهي ساخطة عليها^(١).

٤٤/٤٤ - وحديث أبو المفضل محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الحسين ابن حفص الخنعمي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، قال: حدثنا عبيد بن ذكوان، عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي، قال: حدثني زيد بن علي وهو آخذ بشعره، قال: حدثني أبي علي بن الحسين وهو آخذ بشعره، قال: سمعت أبي الحسين ابن علي وهو آخذ بشعره، قال: سمعت أبي أمير المؤمنين وهو آخذ بشعره، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو آخذ بشعره يقول: من آذى شعرة مني فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله (مزمع) لعنه ملة السموات وملة الأرضين^(٢).

٤٥/٤٥ - وحديث القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقيقي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن السرازي، قال: حدثنا علي بن الحسن البرازي، قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد الله الكلبى والأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من آذى شعرة مني فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله^(٣).

(١) بحار الأنوار ٤٣: ١١/١٧٠، وراجع الحديث (١٨).

(٢) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٣/٢٥٠، أمالي الصدوق: ١٠/٢٧١، أمالي الطوسي ٢: ٦٧، مناقب الخوارزمي: ٢٣٥.

(٣) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٨٢٦٧/٥١٧.

صراط النجاة

في أجوبة الاستفتاءات

المجلد الثالث

الصوم، الزكاة، الخمس،
الامر المعروف والنهي عن المنكر
والجهاد

فتاوى

سماعة المرجع الديني الراحل

آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي



من نفس الباب) بسند معتبر عن الكاظم عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، وهو ظاهر في مظلوميتها وشهادتها، ويؤيده أيضاً ما في البحار (ج ٤٣ باب ٧ رقم ١١) عن دلائل الإمامة للطبري بسند معتبر عن الصادق عليه السلام: «... وكان سبب وفاتها أن قنذاً مولى الرجل لكرها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسناً».

س ١٢٦٥: ما هو المراد بمصحف فاطمة عليها السلام؟

: المراد بمصحف فاطمة عليها السلام ما ورد في الروايات المعتبرة في الكافي « أن ملكاً من الملائكة كان ينزل على الزهراء عليها السلام بعد وفاة أبيها، ويسألها ويحدثها بما يكون من الأمور، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك الحديث فسمي ما كتب مصحف فاطمة عليها السلام، فهو ليس قرأناً كما توهم، ولا كتاباً مشتملاً على الأحكام، فإن هذا التوهم مخالف للنصوص. ولا غرابة في حديث الملائكة مع الزهراء عليها السلام فقد ذكر القرآن أن الملائكة حدثت مريم ابنة عمران ﴿واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك﴾ ومن المعلوم أفضلية الزهراء علي مريم ابنة عمران، كما ورد في النصوص المعتبرة، من أن مريم سيّدة نساء عالمها، وأن فاطمة سيّدة نساء العالمين.

س ١٢٦٦: هل أن بكاء الزهراء عليها السلام ليلاً ونهاراً (كما ورد في بعض الروايات) وكذلك بكاء الامام زين العابدين عليه السلام أمر ثابت أم لا؟

: ليس المراد ببكاء الزهراء عليها السلام ليلاً ونهاراً استيعاب البكاء لتتمام أوقاتها الشريفة، بل هو كناية عن عدم اختصاصه بوقت دون آخر.

بيت الأحرار

في ذكر أحوال سيده نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام



الشيخ الجليل، المحدث البصير الحاج الشيخ عباس القمّي طاب ثراه

دار زينب الكبرى

من نفس الباب) بسند معتبر عن الكاظم عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، وهو ظاهر في مظلوميتها وشهادتها، ويؤيده أيضاً ما في البحار (ج ٤٣ باب ٧ رقم ١١) عن دلائل الإمامة للطبري بسند معتبر عن الصادق عليه السلام: «... وكان سبب وفاتها أن قنذاً مولى الرجل لكرها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسناً».

س ١٢٦٥: ما هو المراد بمصحف فاطمة عليها السلام؟

: المراد بمصحف فاطمة عليها السلام ما ورد في الروايات المعتبرة في الكافي « أن ملكاً من الملائكة كان ينزل على الزهراء عليها السلام بعد وفاة أبيها، ويسألها ويحدثها بما يكون من الأمور، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك الحديث فسمي ما كتب مصحف فاطمة عليها السلام، فهو ليس قرأناً كما توهم، ولا كتاباً مشتملاً على الأحكام، فإن هذا التوهم مخالف للنصوص. ولا غرابة في حديث الملائكة مع الزهراء عليها السلام فقد ذكر القرآن أن الملائكة حدثت مريم ابنة عمران ﴿واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك﴾ ومن المعلوم أفضلية الزهراء علي مريم ابنة عمران، كما ورد في النصوص المعتبرة، من أن مريم سيّدة نساء عالمها، وأن فاطمة سيّدة نساء العالمين.

س ١٢٦٦: هل أن بكاء الزهراء عليها السلام ليلاً ونهاراً (كما ورد في بعض الروايات) وكذلك بكاء الامام زين العابدين عليه السلام أمر ثابت أم لا؟

: ليس المراد ببكاء الزهراء عليها السلام ليلاً ونهاراً استيعاب البكاء لتتمام أوقاتها الشريفة، بل هو كناية عن عدم اختصاصه بوقت دون آخر.

مَعَامَةُ الْعَلَمَةِ الْحَقِيقِ

السَّيِّدِ جَعْفَرٍ مُرْتَضَى الْعَالَمِي

مَاسَنَةُ الزَّهْرَاءِ

عَلَيْهَا السَّلَامُ

شُعَبَاتٌ .. وَرُدُودٌ

بِكَلَامِ السَّيِّدَةِ
بَيْنَاتٍ .. بَيْنَاتٍ

الْحَجَّةُ الثَّانِيَةُ

النصوص والآثار عن المعصومين الاربعة عشر..... ٦٥

وانصرف الناس^(١).

٣٢ - محمد بن هارون التلعكبري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو علي محمد بن همام بن سهيل، قال: روى أحمد بن محمد البرقي، عن أحمد بن محمد الأشعري القمي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال:

ولدت فاطمة (ع) في جمادى الآخرة في العشرين منه، سنة خمس وأربعين من مولد النبي (ص).. الى أن قال:

وكان سبب وفاتها أن قنفذاً مولى الرجل لكزها بنعل السيف بأمره، فأسقطت محسناً. ومرضت من ذلك مرضاً شديداً، ولم تدع أحداً ممن آذاها يدخل عليها.

وكان رجلان من أصحاب النبي سألوا أمير المؤمنين أن يشفع لهما. فسألها، فأجابت.

ولما دخلا عليها قالا لها: كيف أنت يا بنت رسول الله؟

فقالت: بخير والحمد لله..

ثم قالت لهما: أما سمعتما النبي (ص) يقول: فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله؟
قالا: بلى.

(١) الاختصاص: ص ١٨٥ و ١٨٤، والبحار: ج ٢٩ ص ١٩٢ و وفاة الصديقة الزهراء للمقرم: ص ٧٨.

قالت: والله لقد أذيتاني.

فخرجنا من عندها وهي ساخطة عليهما^(١).

وسند الرواية صحيح.

٣٣ - وقال الشيخ الطبرسي: وروي عن الصادق (ع) انه قال: لما استخرج أمير المؤمنين (ع) من منزله، خرجت فاطمة صلوات الله عليها خلفه، فما بقيت امرأة هاشمية إلا خرجت معها، حتى انتهت قريباً من القبر، فقالت لهم: خلوا ابن عمي فوالله لئن لم تخلوا عنه الخ...^(٢).

فهذا الحديث أيضاً يدلّ عن أنهم دخلوا عليه البيت واستخرجوه منه بالقوة والقهر، وذلك بالرغم عن فاطمة (ع)، ومن دون رعاية لحرمتها.

٣٤ - وقال القاضي عبد الجبار المتوفي سنة ٤١٥ هـ.ق. والمعاصر للشيخ المفيد رحمه الله (ت ٤١٣) إن الشيعة قد ادعوا رواية رويها عن جعفر بن محمد (ع) وغيره: ان عمر ضرب فاطمة بالسوط^(٣).

ولا ندرى ان كان يشير الى هذه الروايات التي ذكرناها، أو الى غيرها، فلأجل ذلك أفردنا كلامه بالنقل.

(١) دلائل الإمامة: ص ٤٥، وراجع: البحار: ج ٤٣ ص ١٧٠، وعوالم العلوم: ج ١١ ص ٤١١ و ٥٠٤.

(٢) الاحتجاج: ج ١ ص ٢٢٢ والمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب (ع) ص ٦٧.

(٣) المغني للقاضي عبد الجبار: ج ٢٠ ق ١ ص ٣٣٥، والشافي للسيد المرتضى: ج ٤ ص ١١٠ / ١١٩ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج ١٦ ص ٢٧١.

كُنُزُ الْفَوَائِدِ

لِلْإِمَامِ أَبِي الْفَتْحِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَثْمَانَ
الْكَرَاجِيِّ الطَّرَابُلسِيِّ التُّوفَائِيِّ

حَقَّقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ
الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ عَبْدِ اللَّهِ نَعْمَانُ

دَارُ الْأَضْوَاءِ
بِئَرُوت

عبدالله الديباجي رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن الأشعث بمصر، قال: حدثنا موسى بن اسماعيل، عن أبيه، قال: حدثني موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص):

«دخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي بن أبي طالب ولي الله، فاطمة آية الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضهم لعنة الله».

وحدثنا ابن شاذان أيضاً، قال حدثني أبو حفص عمر بن ابراهيم [ابن] أحمد بن كثير المقرئ المعروف بالكناني، قال حدثني عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغدادي، قال حدثنا عبدالله بن عمر، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: حدثنا سالم البزاز، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله (ص): «خير هذه الأمة من بعدي علي بن أبي طالب، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام، فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله».

ومما حدثنا به الشيخ الفقيه أبو الحسن ابن شاذان رحمه الله، قال: حدثني أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا ابن الوليد محمد بن الحسن، قال حدثنا الصغار محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن زياد عن مفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب رضي الله عنه، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليها السلام يقول: «ملعون ملعون كل بدن لا يصاب في كل أربعين يوماً».

فقلت: ملعون؟ قال: ملعون، فلما رأى عظم ذلك علي قال: يا يونس، إن من البلية الخدشة، واللطمة، والعثرة، والنكبة، والفقر^(١)، وانقطاع الشئ وأشباه ذلك.

يا يونس إن المؤمن أكرم على الله تعالى من أن ير عليه أربعون يوماً لا يحص فيها من ذنوبه، ولو بغم يصيبه لا يدري ما وجهه، وإن أحدكم ليضع

(١) في النسخة (الفقرة).

الدَّراهم بين يديه فيراها^(١) فيجدها ناقصة فيغتم بذلك ، فيجدها سواء فيكون ذلك خطأ لبعض ذنوبه .

يا يونس: ملعون ملعون من آذى جاره ، ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه ، ملعون ملعون حامل القرآن ، مصر على شرب الخمر ، ملعون ملعون عالم يؤم سلطاناً جائراً ، معيناً له على جورهِ ، ملعون ملعون مبغض علي بن أبي طالب (ع) ، فإنه ما أبغضه حتى أبغض رسول الله (ص) ، ومن أبغض رسول الله (ص) لعنه الله في الدنيا والآخرة . ملعون ملعون من رمى مؤمناً بكفر ، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله .

ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه ، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله .

يا يونس: قال جدي رسول الله (ص):

ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها . ثم قال: يا فاطمة: البشرى ، فلك عند الله مقام محمود ، تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك فتُشَفَّعن .

يا فاطمة لو أن كل نبي بعثه الله ، وكل ملك قربه ، شفّعوا في كل مبغض لك ، غاصب لك ، ما أخرجهم الله من النار أبداً .

ملعون ملعون قاطع رحمه ، ملعون ملعون مصدق بسحر ، ملعون ملعون من قال الإيمان قول بلا عمل ، ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدق به . أما سمعت أن النبي (ص) قال:

صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليالٍ .

ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته . ملعون ملعون من عقوق والديه ، ملعون ملعون من لم يوقر المسجد .

أتدري يا يونس لم عظم الله تعالى حق المساجد ، وأنزل هذه الآية: (وأن

(١) في النسخة فيريها .

يكون عليه وينوحون عليه الى يوم القيامة^١.

[٨٣٨] ١٠ - حدثني الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد البصري، عن علي بن اسباط، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: أيهما أفضل رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة او رجل يأتي النبي ولا يأتي مكة.

قال: فقال لي: أي شيء تقولون انتم، قلت: نحن نقول في الحسين عليه السلام فكيف في النبي صلى الله عليه وآله، قال: اما لئن قلت ذلك لقد شهد ابو عبد الله عليه السلام عيداً بالمدينة فانصرف فدخل على النبي صلى الله عليه وآله فسلم عليه، ثم قال لمن حضره: أما لقد فضلنا اهل البلدان كلهم مكة فمن دونها لسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله ^٢.

[٨٣٩] ١١ - حدثني ابي، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه، يرفعه الى ابي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: نكون بمكة او بالمدينة او بالحائر او المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما يخرج الرجل ليتوضأ فيجىء آخر فيصير مكانه، قال: من سبق الى موضع فهو أحق به يومه و ليلته ^٣.
[٨٤٠] ١٢ - حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه،

١ - عنه البحار ١٠١: ٧، المستدرک ١٠: ٢٥٨.

٢ - عنه البحار ١٠٠: ١٤٤.

٣ - مر قبيل هذا وذكرنا مصادرها.

عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن حماد البصري ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم ، عن حماد بن عثمان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال :

لما اسري بالنبي ﷺ الى السماء قيل له : ان الله تبارك و تعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك ، قال : اسلم لامرك يا رب ولا قوة لي على الصبر الا بك ، فما هن ، قيل له : أولهن الجوع والاثرة على نفسك وعلى اهلك لاهل الحاجة ، قال : قبلت يا رب ورضيت وسلمت ومنك التوفيق والصبر .

و اما الثانية فالتكذيب والخوف الشديد و بذلك مهجتك في محاربة اهل الكفر بمالك و نفسك ، و الصبر على ما يصيبك منهم من الاذى و من اهل النفاق و الالم في الحرب و الجراح ، قال : قبلت يا رب ورضيت وسلمت ومنك التوفيق والصبر .

و أما الثالثة فما يلقي اهل بيتك من بعدك من القتل ، اما اخوك علي فيلقى من امتك الشتم و التعنيف و التوبيخ و الحرمان و الجحد و الظلم و آخر ذلك القتل ، فقال : يا رب قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبر ، و أما ابنتك فتظلم و تحرم و يؤخذ حقها غصباً الذي تجعله لها ، و تضرب وهي حامل ، و يدخل عليها و على حريمها و منزلها بغير اذن ، ثم يمسه هوان و ذل ثم لا تجد مانعاً ، و تطرح ما في بطنها من الضرب و تموت من ذلك الضرب .

মাকতাবে সাকলাইনের প্রচার ও সহযোগিতার আহ্বানের জন্য একটি সুন্দর ও সাবলীল বার্তা নিচে তৈরি করে দেওয়া হলো:

মাকতাবে সাকলাইন শিয়াদের মৌলিক হাদিস গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আহলে বাইত (আ.)-এর জ্ঞান ও শিক্ষা বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই যাত্রায় আপনার অংশগ্রহণ ও সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দ্বীনি কাজে সাপোর্ট করুন এবং বিস্তারিত জানতে সরাসরি মেসেজ দিন।

👉 **WhatsApp**-এ যোগাযোগ করতে ক্লিক করুন: <https://wa.me/8801924892101>

(বা সরাসরি মেসেজ দিন: **01924892101**)